

98682 - হদোয়তে পাওয়ার পর ঈমানী দুর্বলতা এবং কয়কে দনি নামায না পড়া

প্রশ্ন

আমার একটি সমস্যা আছে এবং একটি ফতোয়া সম্পর্কে প্রশ্ন আছে। আল্লাহর অনুগ্রহে কয়কে মাস ধরে আমি দ্বীন মনে চলছি। কিছু দনি যাওয়ার পর আমি দুর্বল হতে শুরু করছি। কিন্তু আমি এর কোন কারণ জানি না। ধীরে ধীরে মনোবল দুর্বল হতে শুরু করছে। এক পর্যায়ে এমন কিছু মুহূর্ত অতিবাহিত হয়েছে যে, আমি নামায পর্যন্ত ছেড়ে দিয়েছি। আমার মনোবল দুর্বল হয়ে পড়েছে। আলহামদু লিল্লাহ, আমি চেষ্টা করছি যে কখনো পাপে লিপ্ত না হই। কিন্তু আমি দ্বীনদার হওয়ার পর অনেকে নামায নষ্ট করছে। হয়তো ঘুম কটেছে কথি বাহিরে ছলাম। আমি দ্বীনদারিতে ফরোর কিছুদনি পর কয়কেদনি নামায পড়িনি...। এখন আমি কি করব? আমি অনুভব করছি যে, নামাযের ক্ষেত্রে আমার একটি গাঁট (জটিলতা) আছে। কারণ আমি অনেকে নামায নষ্ট করি। আমি অনুভব করি যে, এই গাঁট (জটিলতা) থেকে আমি কখনও সুস্থ হব না। এখন এর সমাধান কি?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

প্রিয় ভাই, আল্লাহ যে আপনাকে তাওবা করার ও দ্বীন মনে চলার তাওফিক দিয়েছেন আপনার উচ্চ মৃত্যু এসে পড়ার আগে আপনার প্রতি আল্লাহর ন্যায়মতকে মূল্যায়ন করা। তখন আপনি এই ন্যায়মতের শুরুরিয়া আদায় করাকে বড় কিছু ভাববেন। এর ফলে আপনি আল্লাহর ইবাদতে আরও বেশি শ্রম দিতে পারবেন।

মুগরি বনি শূ'বা (রাঃ) বলেন: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এত বেশি রাতের নামায পড়তেন যে, তাঁর পাদবয় ফুলে যেত। তখন তাঁকে বলা হল: আল্লাহ আপনার পূর্বের ও পরের সব গুনাহ মাফ করে দিয়েছেন। তখন তিনি বলেন: আমি কি কৃতজ্ঞও বান্দা হব না?!

তাহলে কভিবে আপনি নিজের ক্ষেত্রে ভালো কিছু পয়ে মন্দ কিছু করতে সন্তুষ্ট হতে পারেন এবং কভিবে কিছু পথ অতিক্রম করার পর পুনরায় রাস্তার শুরুরতে ফিরে যেতে পারেন। বরঞ্চ আপনি যদি পূর্বের সেই সরল পথে ফিরে যেতেন। আল্লাহ আপনাকে হদোয়তের ন্যায়মত দয়ার পরে আপনি বক্র পথে হাঁটছেন। অথচ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এমন ঘটা থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করতেন। আব্দুল্লাহ বনি সারজসি (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: “রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন সফর করতেন তখন তিনি আশ্রয় প্রার্থনা করতেন সফরের অযাচতি কষ্ট-ক্লেশ থেকে, অনাকাঙ্ক্ষিত পরিস্থিতি থেকে, হদোয়তের পর পশ্চাদপসরণ থেকে, মজলুমের বদদোয়া থেকে, পরিবার ও সম্পদে খারাপ কিছু

দখো থেকে।”[সহি মুসলামি (১৩৪৩)]

নাসাঈ (৫৪৯৮) ও অন্যদের রওয়ায়তে এসছে: “উন্নতির পর অবনতি” থেকে।

আল্লাহ তাআলা তাঁর পবিত্র কিতাবে অবস্থার অবনতি, নির্মাণের পর ধ্বংস করে ফেলো ও হৃদয়তরে পথ গ্রহণ করার পর পথচ্যুত হওয়ার একটি উপমা পশে করছেন। সেই উপমার মাধ্যমে তিনি এমন ব্যক্তির খারাপ অবস্থা, তার নরিবাচনরে কদর্যতা তুলে ধরছেন এবং বান্দাদেরকে এ ধরণরে বোকাদরে কর্ম থেকে সাবধান করছেন। তিনি বলেন: “আর তোমরা আল্লাহর অঙ্গীকার পূরণ কর যখন অঙ্গীকার কর। তোমরা আল্লাহকে তোমাদের জামিনদার করে শপথ দৃঢ় করার পর তা ভঙ্গ করো না। নশ্চয় তোমরা যা কছির আল্লাহ তা জাননে। তোমরা সে নারীর মত হয়ো না, য়ে তার বুননকে মজবুত করে পাকানোর পর সটোকে ছিন্নভিন্ন করে নশ্চ করে দতি; য়ে তোমরা তোমাদের শপথকে ধোঁকাবাজরি জন্য ব্যবহার করব, য়াতে করে একদল অন্যদলরে চয়ে বশী হও। আল্লাহ তা এটি দিয়ে শুধু তোমাদেরকে পরীক্ষা করেন। আর অবশ্যই তিনি কয়ামতরে দনি সটো তোমাদের কাছে স্পষ্টভাবে বর্ণনা করে দবিনে যা নিয়ে তোমরা মতভদে করত।[সূরা নাহল, আয়াত: ৯১-৯২]

শাইখ সা’দী (রহঃ) বলেন: এটি প্রভুর সাথে বান্দার কৃত সকল ইবাদত, মানত ও পাকাপোক্ক শপথসমূহরে অঙ্গীকারকে অন্তর্ভুক্ত করে; যদি সে শপথসমূহ পূরণ করা নকেকাজ হয়। অনুরূপভাবে এক বান্দা ও অপর বান্দার মাঝে সম্পাদতি বিষয়গুলোকোও অন্তর্ভুক্ত করে; যমেন: দুই পক্ষরে মধ্যে সম্পাদতি চুক্তিগুলো।

“তোমরা হয়ো না”: শপথ ভঙ্গরে ক্ষতেরে নকিষ্ট ও কদর্য উদাহরণ হয়ো না; য়ে উদাহরণ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির বোকামরি প্রকৃষ্ট প্রমাণ বহন করে। উদাহরণটি হলো: সেই নারীর য়ে নারী মজবুতভাবে বুনন করে, বুননকে পাকানোর পর ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়তি হওয়ার পর সটোকে খুলে ফলে ও ছিন্নভিন্ন করে ফলে। এতে করে সেই নারী একবার বুনন করত গয়ি ক্লান্ত হলো, আবার খুলতে গয়ি ক্লান্ত হলো। এর থেকে সেই নারী ব্যর্থতা, কষ্ট, ববিকেহীনতা ও চিন্তার দনৈষতা ছাড়া আর কোন উপকার পলে না। অনুরূপভাবে য়ে ব্যক্তি অঙ্গীকারকে ভঙ্গ করে সে অন্যায়কারী, মূর্খ, নরিবোধ, দ্বীনদারিও ব্যক্তিবরে অভাবগ্রস্ত।[পৃষ্ঠা-৪৪৭ থেকে সমাপ্ত]

সুতরাং আপনি য়ে অবস্থার উপর আছনে এর থেকে অবলম্বরে দ্রুত তাওবা করুন। কারণ য়ে গুনাহগুলোর মাধ্যমে আল্লাহর অবাধ্যতা করা হয় সেগুলোর মধ্যে সর্বাধিক জঘন্য হলো নামায ত্যাগ করা। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নামায ত্যাগ করাকে কুফর হিসাবে উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেন: “আমাদের ও তাদের মধ্যে চুক্তি হলো নামাযরে। সুতরাং য়ে ব্যক্তি নামায ত্যাগ করল, সে কুফর করল।”[সুনানে তরিমযি (২৫৪৫), মুসনাদে আহমাদ ও অন্যান্য; আলবানী হাদিসটিকে সহি বলছেন]

অদ্বুত বিষয় হলো প্রশ্নকারী ভাই কতিব বলেছেন য়ে: আমি চেষ্টা করেছি য়াতে কোন পাপে লপ্ত না হই; এরপর তিনি

উল্লেখ করলে যে, তিনি অনেকে নামায নষ্ট করছেন। সুতরাং পাপের ব্যাপারে উনার দৃষ্টিভিঙ্গটি কী?!!

নিসন্দেহে আপনি যত গুনাহ থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টা করেন এর মধ্যে নামায ত্যাগ করা সর্বাধিক জঘন্য ও সর্বাধিক বিপদজনক গুনাহ; কেবল আল্লাহর সাথে শরিক করা ছাড়া।

সুতরাং আর দরী নয় অবলম্ব্যে তাওবা করুন। পূর্বে যা ঘটে গেছে সেটোর জন্য অনুতপ্ত হোন। সেই সময় এসে পড়ার পূর্বে যে সময়ে মানুষ অনুতপ্ত হবে; কিন্তু তার অনুতপ্ততা কোন কাজে আসে না।

আপনি বলছেন: “নামাযের ক্ষেত্রে আপনার একটি গাটি (জটিলতা) আছে। আপনি অনুভব করেন যে, এই জটিলতা থেকে আপনি কখনও সুস্থ হবেন না”: এটি শয়তানের ধোঁকা, তার প্রবঞ্চনা ও ভীতসিঞ্চার কারণ। আপনি নিজের নজরে বিরুদ্ধে শত্রুকে সহযোগিতা করছেন। আপনি শয়তানকে আপনার অন্তরে দুঃশ্চিন্তা, অলসতা, নেকেকাজে হীন মনোবল ও ভঙ্গুর ইচ্ছার গাটি তরীর সুযোগ দিয়েছেন। সুতরাং আল্লাহর আনুগত্য, নিয়মিত ওয়ু করা ও আগের আগের মসজিদে চলে যাওয়ার মাধ্যমে এই গাটিটি অপসারণ করুন।

আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছেন: “তোমাদের কউ যখন নদ্রা যায় তখন শয়তান তার মাথার পছিনের অংশে তিনটি গাটি দেয়। প্রত্যেক গাটিতে সময় এ কথা বলে কুমন্ত্রণা দেয় যে: ‘এখনো দীর্ঘ রাত বাকী; অতএব ঘুমিয়ে থাক’। যদি সে ব্যক্তি জিগে উঠে এবং আল্লাহর যিকির করে তখন একটি গাটি খুলে যায়। তারপর সে যদি ওজু করে তখন দ্বিতীয় গাটিটি খুলে যায়। আর যদি সে নামায আদায় করে তখন সবগুলো গাটি খুলে যায়। যার ফলে এই ব্যক্তি ভালো মনে কর্মচঞ্চলতা নিয়ে সকালে ওঠে। অন্যথায় কলুষিত মনে অলসতা নিয়ে সকালে ওঠে।” [সহিহ বুখারী (৩২৬৯) ও সহিহ মুসলিম (৭৭৬)]

ইবনে আব্দুল বারর (রহঃ) বলেন: “এই হাদিস থেকে জানা যায় যে, শয়তান মানুষকে ঘুম পাড়িয়ে রাখে, তার অলসতা বাড়িয়ে দেয়। শয়তান এটি করে তার চেষ্টা দিয়ে এবং শয়তানকে কুমন্ত্রণা দেয়, প্ররোচনা করা, পথভ্রষ্ট করা, বাতলিকে সুশোভিত করা ও বাতলি সম্পাদনে সহযোগিতা করার যে শক্তি দিয়ে হয়েছে সেটাকে ব্যবহার করে। তবে আল্লাহর একনিষ্ঠ বান্দাদেরকে পারে না।

এই হাদিসে প্রমাণ রয়েছে যে, আল্লাহর যিকিরের মাধ্যমে শয়তানকে তাড়ানো যায়। অনুরূপভাবে ওয়ু ও নামাযের মাধ্যমেও তাকে তাড়ানো যায়...।” [আত-তামহীদ (১৯/৪৫) থেকে সমাপ্ত]

ইবনুল কাইয়্যামে (রহঃ) বলেন: “কোন সন্দেহ নেই যে, নামায আদায়ের মধ্যে শরীরের সুস্থতার সংরক্ষণ, খাদ্যমশ্রণ ও বর্জ্যগুলোকো গলানো যায়— যা ব্যক্তির জন্য সর্বাধিক উপকারী। এছাড়া নামাযের মধ্যে ঈমানের সুস্থতা এবং দুনিয়া ও আখরাতের কল্যাণ তো আছেই।

অনুরূপভাবে রাত্রিকালীন নামায স্বাস্থ্য সুরক্ষার সর্বাধিক উপকারী উপায় এবং অনেকে দূরারোগ্য রোগে প্রতাহিত করার মাধ্যম এবং শরীর, রূহ ও অন্তরকে চাঙা রাখার কার্যকরী পদক্ষেপে; যমেনটি উদ্ধৃত হয়েছে সহহি বুখারী ও সহহি মুসলমিমে”। এরপর তিনি হাদিসটি উল্লেখ করেছেন। [যাদুল মাআদ (৪/২২৫)]

সুতরাং ওহে আল্লাহর বান্দা! আপনার শত্রুর সামনে দুর্বল হবেন না। শত্রুকে আপনার উপর আধিপত্য করার সুযোগ দবিনে না। আল্লাহর কাছে সাহায্য চান, অক্ষম হবেন না— যমেনটি নিরীদশে দিয়েছেন আপনার নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। জনে রাখুন: “শয়তানের কৌশল দুর্বল” [সূরা নসি, আয়াত: ৭৬] জনে রাখুন, পাঁচ ওয়াক্ত ফরয নামায পড়া সহজ একটি বিষয় এবং এ নামাযগুলো নিয়মিত আদায় করতে একজন মুসলমিরে তমেন কোন কষ্ট হয় না।

আর আপনি মনোবল হারিয়ে ফেলার যে বিষয়টি উল্লেখ করেছেন; হতে পারে এর কারণ আপনি যাদের সাথে উঠাবসা করেন তারা। তাই সাধ্যানুযায়ী যাকিরি ও ইলমরে মজলসিগুলোতে হাযরি হওয়ার চেষ্টা করুন। ভালো মানুষদের সাথে সঙ্গ দিন। কেননা মানুষ ইবাদত বন্দগী পালনে যখন অনুকরণ করার মত কাউকে দেখে এবং এক্ষেত্রে তাকে সহযোগিতা করার মত কাউকে পায় তখন তার কাছে সট্টে সহজ হয়ে যায়। মানুষকে এমন কিছু পরিস্থিতির শিকার হতই হয় যাত ভালো কাজের প্রতি তার উদ্দীপনা ও আগ্রহ বাড়তে। আবার এমন কিছু পরিস্থিতির শিকার হতে হয় যাত তার সেই আগ্রহ কমে যায়। কিন্তু সেই পরিস্থিতি ফরয ইবাদত বরজন করা কংবা হারাম কাজে লিপ্ত হওয়ার অবস্থায় পর্যবসতি হওয়া জায়যে নয়। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন: “নশিচয় প্রত্যকে আমলরে একটি উদ্দীপনা থাকে এবং প্রত্যকে উদ্দীপনার একটি নসিতজেতা থাকে। যার উদ্দীপনা হব আমার সুন্নাহর দকি স সফলকাম। আর যার নসিতজেতা হব অন্য কোন দকি স ধ্বংস হল।” [মুসনাদে আহমাদ (৬৭২৫), আলবানী ‘সহহিল জামে’ গ্রন্থে (২১৫১) হাদিসটিকে সহহি বলেছেন]

এ কারণে প্রয়ি ভাই, আপনার জন্য উপদশে হলো: আপনি আপনার জন্য একটি স্থতিশীল আমলসূচী করে ননি। এই আমলসূচীতে ঘটতি হতে দবিনে না। এই আমলসূচীতে ফরয আমল ও তাগদিপূর্ণ নফল আমলগুলো অন্তর্ভুক্ত থাকবে। যদি কোন কোন সময় কিছু বশে আমল করতে পারনে তাহলে সটো ভালোর উপরে ভালো। আর যদি কিছুটা কমও করেন তাহলে যনে ফরয ইবাদতে ঘটতি না হয়।

আর আপনার যে নামাযগুলো ছুটে গেছে সেগুলো যদি ঘুমরে কারণে ছুটে গিয়ে থাকে তাহলে এর জন্য আপনার কোন গুনাহ হব না। তবে এর কাযা পালন করা আপনার উপর আবশ্যক। আর যে নামাযগুলো কোন ওজর ছাড়া অর্থাৎ অলসতাবশতঃ ছুটে গেছে; সেগুলোর জন্য আপনার উপর তাওবা করা আবশ্যক। সেগুলোর ক্ষেত্রে কাযা পালন কোন উপকারে আসবে না। আপনার উপর আবশ্যক হলো বশে বিশে নফল ইবাদত করা ও ইস্তগিফার করা। আশা করা যায় আল্লাহ আপনাকে মাফ করে দবিনে।

আল্লাহ্ই সর্বজ্ঞঃ।